মাউন্টেজে পলুর ঘনত্ব

- মাল্টি X বাই : প্রতি বর্গফুটে ৫০টি পলু (৩৫০ টি প্রতি মাউন্টেজে)
- বাই X বাই : প্রতি বর্গফুটে ৪০টি পলু (৩০০ টি প্রতি মাউন্টেজে)

গুটি তৈরীর আদর্শ পরিবেশ

- তাপমাত্রা : ২৪-২৫° সেন্টিগ্রেড ।
- আপেক্ষিক আদ্রতা : ৬০ - ৭০ %।
- গুটি তৈরীর ঘরে আড়াআড়ি বায়ু চলাচলের বাবস্থা।

গুটি ছাড়ানো ও বাজার জাত করা

❖মাল্টি X বাই গুটি তৈরীর ৫ থেকে ৬ দিন পরে।

❖বাই X বাই গুটি তৈরীর ৭ থেকে ৮ দিন পর।

❖গুটি সংরক্ষণের আগে বিকৃত ও পেজা গুটি এবং ডবল গুটি বেছে আলাদা রাখতে হবে।

❖ছাড়ানো গুটির ফেসো ছাড়াতে হবে এবং পাতলা করে রাখতে হবে।

❖ক্রেটে বা বায়ু চলাচল যোগ্য ব্যাগে করে সকালে বা বিকালে গুটি বিক্রির জন্য নিয়ে যেতে হবে।

মাউন্টেজ পরিস্কার ও জীবাণু মুক্ত করা

- প্রথমে মাউন্টেজ থেকে ফেসো, মরা, পচা পোকা ছাড়াতে হবে।
- তারপর ২% ব্লিচিং দ্রবণে প্লাস্টিক মাউন্টেজ গুলি একদিন ভিজিয়ে রাখতে হবে।
- রোদে শুকিয়ে মাউন্টেজ গুলি ভালো ভাবে ভাজ করে ১০-১২ টার এক একটি বাণ্ডিল বানাতে হবে।
- বাণ্ডিলগুলি পরিশোধিত জায়গায় রাখতে হবে।

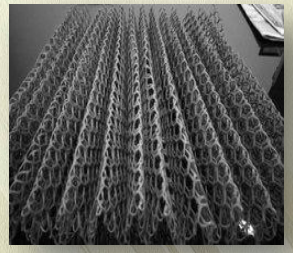

প্লাস্টিক মাউন্টেজ ব্যবহারের সুবিধা

- ✓ ব্যবহার করা সহজ।
- ✓ সম মানের গুটি তৈরী হয়।
- ✓ গুটির ছাড়ানো সহজ।
- ✓ ব্যবহারের জন্য আলাদা জায়গার দরকার হয় না।
- ✓ অল্প জায়গায় সংরক্ষণ করা যায় ।
- ✓ অনেকদিন ব্যবহার করা যায়।
- ✓ সহজে পারিশোধন করা যায়।
- ✓ পরিছন্নতা বজায় রাখা সহজ।
- ✓ শ্রম ও সময় কম লাগে।
- ✓ বিকৃত গুটির সংখা কম হয়।
- ✓ গুটি তৈরীর খরচ কম।

ড: তপতী দত্ত বিশ্বাস, ড: শফি আফরোজ ও ড: ভি. শিবপ্রসাদ

অধিক জানতে যোগাযোগ করুন :

অধিকর্তা, কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বহরমপুর-৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ;
ফোন: (03482) 224713 EPABX: 224716/17/18
ফ্যাক্স :03482-224714/224890;
ই-মেল: csrtiber@csb.gov.in / csrtiber@gmail.com ;
ওয়েবসাইট: www.csrtiber.res.in

Pamphlet No.74 @CSRTI, Berhampore Jan, 2020

ভালো মানের গুটির জন্যে প্লাস্টিক কোলাপসিবল মাউন্টেজ

সিএসআরটিআই
কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান
কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ড, বস্ত্র মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার
বহরমপুর-৭৪২১০১, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

ভালো মানের গুটির জন্যে প্লাস্টিক কোলাপসিবল মাউন্টেজ

গুটি তৈরীর জন্য পরিণত পলুর একটি উপযুক্ত কাঠামো (Frame) দরকার। এই কাঠামো বা মাউন্টেজের ওপর গুটির গুণগত মান নির্ভর করে। প্রথাগত ভাবে পলু চাষীরা বাঁশের চন্দ্রকী ব্যবহার করেন। কিন্তু এর কতগুলি অসুবিধা আছে :

- সম আকৃতির গুটির সংখ্যা কম হয়।
- পাকা পলু চন্দ্রকীতে দিতে ও গুটি ছাড়াতে অনেক লোকবল দরকার।
- পরিশোধন, রক্ষণাবেক্ষন ও সংরক্ষণ কস্টসাধ্য।
- বাঁশের কঞ্চিতে পলুর আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা।
- পচা ও ডবল গুটির সংখ্যা বেশী হয়।
- গুটির গুণগত মান খারাপ হয়।
- চন্দ্রকী রোদ ও বৃষ্টি থেকে সংরক্ষিত রাখার দরকার পরে।

ভালো গুটি বলতে বোঝায় সুক্ষ্ম গ্রেন যুক্ত, সমান মাপ ও আকারে শক্ত গুটি যার রিলেবিলিটি, সুতোর দৈঘ্য, শেল% বেশী এবং যাতে পাঁচ শতাংশের কম খারাপ গুটি থাকে। উপযুক্ত পরিবেশে পাকা পলু মাউন্টেজে দিলে তবেই ভালো গুটি বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়।

ভালো গুটি পেতে গেলে প্লাস্টিক কোলাপসিবল মাউন্টেজের মত উপযুক্ত মাউন্টেজ প্রতিবন্দে ব্যবহার করতে হবে। পাকা পলু সঠিক সময়ে মাউন্টেজে দিতে হবে। গুটি ভালো হলে স্বভাবতই গুটির দাম ভালো পাওয়া যাবে।

ডালা পদ্ধতি

- পলু পাকার আগেই ডালাতে কাগজ দিয়ে তার উপর প্লাস্টিক মাউন্টেজ বিছিয়ে রাখতে হবে।
- পাকা পলু উপযুক্ত সময়ে ডালা বা ট্রে থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- পাকা পলু নির্দিষ্ট ঘনত্বে (৩০০ থেকে ৩৫০ টি) প্রতি মাউন্টেজে ছাড়তে হবে।

তাক পদ্ধতি

- ৫০ শতাংশের বেশী পলু পেকে গেলে হাল্কা করে পাতা দিতে হবে।
- পাতা দেবার আধঘন্টা পর পলুর ওপর প্লাস্টিক মাউন্টেজ দিতে হবে।
- গুটি তৈরির সুবিধার জন্য পলু সহ মাউন্টেজ নাইলন নেট বা খড় বা খবর কাগজ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

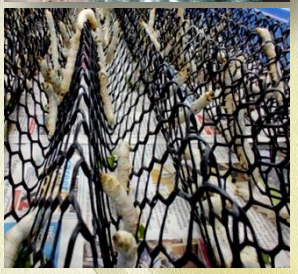

- তিনদিন পরে খবরের কাগজ সরিয়ে নিতে হবে এবং মরা, রোগগ্রস্ত ও গুটি না করা পলু বাদ দিতে হবে।
- শেষ পর্যায়ে মাউন্টেজ গুলি উল্টিয়ে তাকে রাখলে গুটি আরো ভালো হয়।